শেখ হাসিনার উপহার

একটি বাড়ি একটি খামার
বদলাবে দিন তোমার আমার

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

ভূমিকা:

১৬ ডিসেম্বর'৭১এ যুদ্ধ বিদ্ধস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের মুখে দু'বেলা ভাত আর পরনে মোটা কাপড়ের নিশ্চয়তা বিধান করাই মুখ্য হয়ে ওঠে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্ম-নির্দেশনায়। দেশের সিংহভাগ দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের ভাবনাই প্রতিভাত হয়ে উঠতো তাঁর প্রতিটি সভা-সেমিনারের বক্তৃতায়। দীর্ঘদিনের শোষণ আর বঞ্চনার শিকার হতে মুক্ত এ নতুন জাতিসত্তার উন্মেষে জাতিকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর একমাত্র স্বপ্ন। বিশ্ব নেতৃত্বে ঈর্ষণীয় স্থান করে নেয়া বঙ্গবন্ধু স্বপ্নডানায় ভর করে লক্ষ্যে পৌছানোর আগেই হারিয়ে গেলেন জাতির জীবন থেকে। কিন্তু রেখে গেলেন নিজেরই রক্তস্নাত আদর্শ উত্তরসুরী, যিনি দুর্বিষহ ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চলা বিশ্ব রাজনৈতিক অঙ্গনের আলোকিত মুখ আজকের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা।

স্বাধীনতা উত্তর দেশ গঠনে ক্ষুদ্রঋণের সাফল্যের ঝুড়ি যতোটা সমৃদ্ধ হয়েছে ঠিক ততোটাই পিছিয়ে রয়েছে দরিদ্র মানুষের জীবনমান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপলব্ধি করলেন, ক্ষুদ্রঋণ প্রান্তিক পর্যায়ে অর্থপ্রবাহ সৃষ্টি করলেও দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে তেমন কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারছেনা। পারিবারিক দুঃসময় দেখা দিলে ঋণের টাকায় কেনা ভ্যানগাড়িটি বা গাভীটি বিক্রি করে দেন গরিব ঋণগ্রহীতা । তারপর আবার কোন জরুরি প্রয়োজনে অথবা ঐ ঋণ শোধের চাপে আবারো নতুন করে ঋণ পেতে দ্বারস্থ হন অন্য কোন ক্ষুদ্রঋণদাতার কাছে। এভাবেই ক্ষুদ্রঋণের মোটা আস্তরণের নিচে চাপা পরে যায় গরিবের ভাগ্যোন্নয়নের স্বপ্ন, যেখান থেকে আর বেরোনোর কোন পথ খোলা থাকে না দরিদ্র মানুষের। ক্ষুদ্রঋণের জালে আটকে থাকা দরিদ্র মানুষের মুক্তি দিতে নিজস্ব সঞ্চয়ে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের বাস্তবায়ন একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের 'ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল'। সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের উপর সরকারী উৎসাহ অনুদানে সৃষ্ট তহবিলে পুঁজি বৃদ্ধিকরণে ঘুর্ণায়মান অর্থ বিনিয়োগে তৈরি স্থায়ী পুঁজি নির্ভরতায় গড়ে উঠা প্রতি গ্রামে গঠিত উন্নয়ন সমিতি এখন দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

নিজেদের প্রয়োজনে নিজেরাই পুঁজি বন্টন এবং আদায় প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি জড়িত থেকে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এই 'ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল'। যা আগামীর জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের লক্ষ্য:

নিজস্ব পুঁজি ব্যবস্থাপনায় প্রান্তিক পর্যায়ে স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন নিশ্চিত করে দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বাছাই করে ১.০০ লক্ষ গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে ৬০ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় আনা।
- দরিদ্র সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রকল্প হতে কল্যাণ অনুদান এবং গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে ঋণ তহবিল প্রদানের মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির নিজস্ব পুঁজি গঠনে সহায়তা প্রদান করা।
- প্রতি গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন হতে ৫ জন সদস্যকে বিভিন্ন কৃষিজ ট্রেডে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- সমিতির সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি এবং প্রতি সমিতির ৫ জন করে সফল সদস্যকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে উচ্চতর পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির স্থায়ী তহবিল আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনায় সক্ষম করে গড়ে তোলা অর্থাৎ নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা গ্রহণ।
- সকল আর্থিক লেনদেন অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা এবং পর্যায়ক্রমে এ সেবা সদস্যদের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া।
- গ্রাম উন্নয়ন সমিতির তহবিল আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিজ খামার স্থাপনের মধ্য দিয়ে গ্রামের প্রতিটি বাড়িকে পর্যায়ক্রমে উৎপাদনশীল খামারে পরিণত করা।
- আত্ম-কর্মসংস্থানে পুরুষের পাশাপাশি অধিক সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কাঠামো ঃ

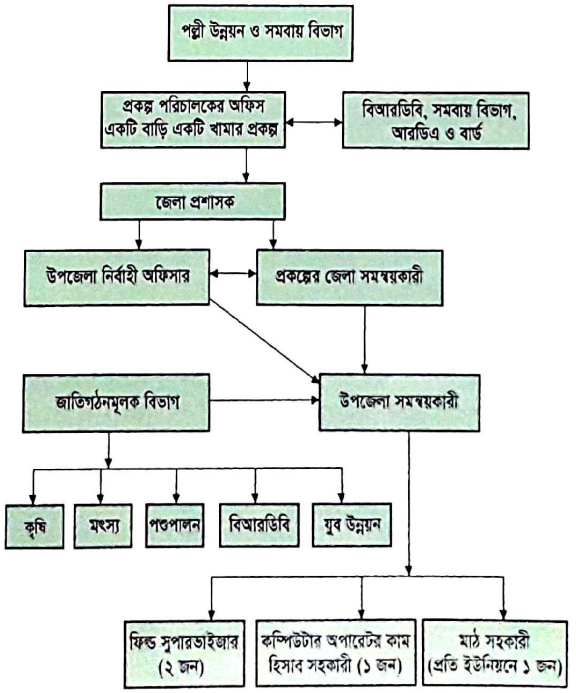

স্থায়ী দারিদ্র্যবিমোচন চক্র

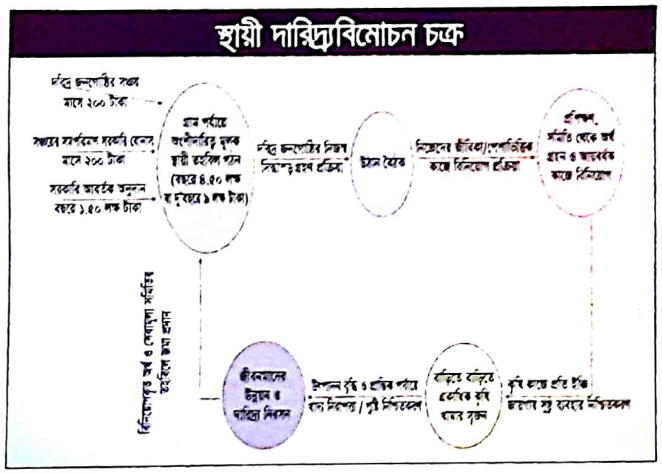

প্রকল্পের অর্জন (নভেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত) ঃ

❑ সমিতি গঠন	৬৪ হাজার ৫২৩টি
❑ সদস্য পরিবার অন্তর্ভুক্তি	৩১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭৮৬টি
❑ নিজস্ব জমাকৃত সঞ্চয়	১২০৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা
❑ প্রকল্পের দেয়া কল্যাণ অনুদান	১০১৪ কোটি ২২ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা
❑ প্রকল্পের দেয়া ঘূর্ণায়মান তহবিল	১৪৭৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ০১ হাজার টাকা
❑ আয়বর্ধক প্রকল্পের সংখ্যা	৩৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ১৭৫টি
❑ আয়বর্ধক প্রকল্পে বিনিয়োগ	৪৬৫৪ কোটি ৪২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা
মোট তহবিল	**৩৮৮৪ কোটি ৭৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা**

প্রকল্পের আগামী লক্ষ্যমাত্রা (জুন, ২০২০ পর্যন্ত) ঃ

- ❑ গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন - ১.০১ লক্ষ।
- ❑ উপকারভোগী সদস্য পরিবার অন্তর্ভূক্তি-৬০.৬২লক্ষ।
- ❑ অন্তর্ভুক্ত সদস্য পরিবারের স্থায়ী পুঁজি গঠনে যথানিয়মে প্রকল্প হতে কল্যাণ অনুদান ও আবর্তক তহবিল প্রদান।
- ❑ সকল সদস্য পরিবারের আয়বর্ধক জীবিকাভিত্তিক খামার সৃষ্টি।
- ❑ সদস্যদের অনাবাদী বা পতিত ভূমিতে বনজ ও ফলদ বনায়ন সৃষ্টিতে উৎসাহিত করা।
- ❑ উপকারভোগী সদস্যদের পেশাভিত্তিক কর্মমুখি প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- ❑ সামাজিক দুর্যোগ মোকাবেলায় পরিবারে গঠনমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করা।

উপকারভোগী সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ (নভেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত) ঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	অংশগ্রহণকারী সদস্য		
		মহিলা	পুরুষ	মোট
১	ওরিয়েন্টেশন	৭৪৯৯	১৩৭০২	২১২০১
২	ব্যবস্থাপনা	৩১৩৮১	৮০৭২৩	১১২১০৪
৩	কর্মশালা	২৫১৪৮	৪০৮৭৬	৬৬০২৪
৪	মৎস্য চাষ	১০৫৭৬	১৯৭৯৮	৩০৩৭৪
৫	গবাদি প্রাণি পালন	১৮৮৩৪	২৭০৭৬	৪৫৯১০
৬	হাঁস-মুরগী পালন	২০৯৫৮	১৬৭২২	৩৭৬৮০
৭	সবজি চাষ	২৪১০	৪১৩৬	৬৫৪৬
৮	নার্সারি	৬৯৮৮	৯৬৮৯	১৬৬৭৭
৯	ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন	১৭৫৫	১৯৯৫	৩৭৫০
১০	অন্যান্য	৫৯০৬	৯৪৭২	১৫৩৭৮
	সর্বমোট:	**১৩১৪৫৫**	**২২৪১৮৯**	**৩৫৫৬৪৪**

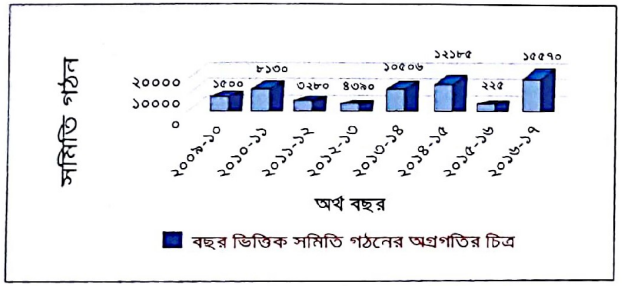

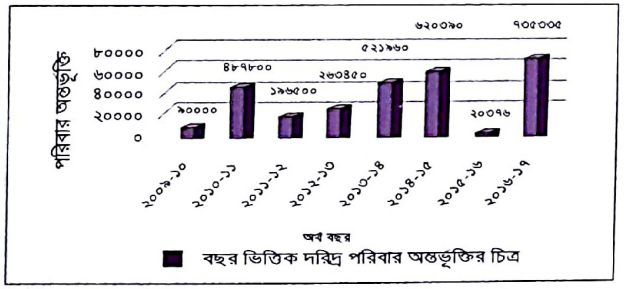

ছাগল পালনে সফল উদ্যোক্তা মমতাজঃ

দিনমজুর স্বামী মো: ছাত্তার এবং চার ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে অভাবের সংসার মমতাজের। ময়মনসিংহ সদরের ছনকান্দা গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য তিনি। সংসারে একটু স্বচ্ছলতা ফিরে পাওয়ার আশায় স্বামীর পাশাপাশি নিজেও কিছু উপার্জন করবেন এমন ভাবনা থেকেই ২০১৩ সালে জুলাই মাসে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হন। নিজস্ব সঞ্চয় জমার উপর প্রকল্পের নিয়ম মোতাবেক পুঁজি বৃদ্ধির এক পর্যায়ে ১০ (দশ) হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ছাগল পালন শুরু করেন। প্রথমে ৩টি ছাগলের মাধ্যমে খামার শুরু করে আস্তে আস্তে খামারের পরিধি বাড়িয়ে তোলেন মমতাজ। প্রথমবারের ঋণ শোধ করে দ্বিতীয়বার ২০ (বিশ) হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ৬টি ছাগল ক্রয় করেন। বর্তমানে তার খামারে ছাগলের সংখ্যা ১০টি। ইতোমধ্যে তিনি আরো ১০টি ছাগল বিক্রি করেছেন। স্বামীর সাথে নিজের আয়ে সংসারের অভাব অনেকটাই দূর করতে পেরেছেন মমতাজ। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়াচ্ছেন তিনি। সফল একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে মমতাজ এখন সমিতির অন্যান্য সদস্যদের প্রেরণা।

সামাজিক মর্যাদা ফিরে পেয়েছেন ভিক্ষুক নবাব আলীঃ

নবাব আলী পল্লী বিদ্যুৎ অফিসে লাইনম্যান হিসেবে কাজ করতেন। কর্মরত অবস্থায় একদিন দুর্ঘটনায় পড়ে তাকে একটি পা হারাতে হয়। পা হারানোর সাথে সাথে সংসার থেকে সুখ হারিয়ে যায় তার। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর সাহায্য সহায়তা নিয়ে দু মুঠো খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার পথ যখন একেবারেই রুদ্ধ হয়ে গেল তখন ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে ক্র্যাচে ভর করে অন্যের দয়ায় বেঁচে থাকার পথ খুঁজে নিলেন নবাব আলী। একসময় একটি এনজিওর সহায়তায় কাটা পায়ের সাথে কৃত্রিম পা লাগানো হলো কিন্তু অন্ধকারে নিমজ্জিত ভাগ্যে আর আলোর দেখা মিললোনা।

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় সদস্য হয়ে ভাগ্য পরিবর্তনের পথ খুঁজে পান নবাব আলী। ঋণ নিয়ে পুরাতন কাপড়ের ব্যবসার সাথে সাথে পশু পালনে উদ্যোগী হন । প্রথমে দু'টো ছাগল লালন পালন করে বিক্রি করে এবং দ্বিতীয় বার ঋণ নিয়ে একটি দুধের গাভী ক্রয় করেন। ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং দুধ বিক্রি করে নবাব আলী এখন সামাজিক মর্যাদা ফিরে পাওয়ার পাশাপাশি স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বেশ সুখেই আছেন।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

প্রবাসী কল্যাণ ভবন (লেভেল-১৩, পশ্চিম পার্শ্ব), ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৯৩৫৯০৮৩ ফ্যাক্স ঃ ০২-৯৩৪৮২০৬
ই-মেইল ঃ headoffice@ebek-rdcd.gov.bd, ওয়েবসাইট ঃ www.ebek-rdcd.gov.bd

প্রকাশকাল ঃ ০১ ডিসেম্বর ২০১৭ইং